31 DEC 2016

অস্থির শিক্ষাঙ্গন

■ সাব্বির নেওয়াজ

বছরজুড়ে দেশের শিক্ষাঙ্গনে সবচেয়ে আলোচিত বিষয় ছিল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের জঙ্গিবাদে জড়িয়ে পড়ার ঘটনা। অভিজাত পরিবারের সন্তানদের খ্যাতনামা ইংরেজি মাধ্যম স্কুল ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ গ্রহণ করেও উগ্রবাদে জড়িয়ে পড়ার ঘটনা সবাইকে বড় ধরনের নাড়া দিয়েছে। গুলশানের হলি আর্টিসানে জঙ্গি হামলা এবং শোলাকিয়ায় সন্ত্রাসী হামলার ঘটনায় স্তম্ভিত হয় পুরো দেশ। এসব হামলায় অংশ নেওয়া যুবকদের প্রায় সবাই ছিল দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় বা উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী। তাদের কেউ কেউ বিদেশ থেকেও উচ্চশিক্ষা নিয়েছে। এমন অবস্থায় দেশের অনেক খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দেখা দেয় জঙ্গি আতঙ্ক। এ আতঙ্ক নিয়ে বছর পার করেছে ওই প্রতিষ্ঠানগুলো। তবে জঙ্গিবাদবিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধি, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর বেশ কিছু অভিযান এবং জঙ্গিবিরোধী কার্যক্রমে সাধারণ শিক্ষার্থীদের ব্যাপক অংশগ্রহণের সুবাদে বছর শেষে এ উদ্বেগ অনেকটা কমে আসে।

এদিকে শিক্ষা ক্ষেত্রে বড় ও মৌলিক কিছু পরিবর্তন এসেছে বিদায়ী বছরে। শিক্ষার মান বাড়াতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় মাধ্যমিক স্তরে ব্যাপক পরিবর্তনের উদ্যোগ নিয়েছে। কাজের গতি বাড়াতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে দুই ভাগ করা হয়। বছরের শেষ মুহূর্তে এসে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক নিয়োগে ৩ থেকে ২০ লাখ টাকা লেনদেনের রিপোর্ট প্রকাশ করে নতুন আলোচনা সামনে এনেছে 'ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ' (টিআইবি)। সর্বশেষ শিক্ষা আইন করার উদ্যোগ নিয়েও নোট ও গাইড ব্যবসায়ীদের বাধায় পড়তে হচ্ছে মন্ত্রণালয়কে। এর বাইরে প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীত করা, প্রাথমিক সমাপনী ও জেএসসি পরীক্ষা বাতিল ছাড়াও কিছু ঘটনা আলোড়ন তৈরি করে বিদায়ী বছরে। নোট গাইড ও জিপিএ পাওয়াতে আটকে যাচ্ছে সৃজনশীল পদ্ধতি– এমন সমালোচনার মুখে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার মান বাড়াতে উদ্যোগী হয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। বছরের শেষ দিকে কক্সবাজারে দেশের প্রবীণ শিক্ষাবিদদের নিয়ে কর্মশালায় পাঠ্যক্রম, পাঠ্যসূচি, পাঠ্যপুস্তক, পাঠদান, পরীক্ষা গ্রহণ, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, উত্তরপত্র মূল্যায়নসহ আরও মৌলিক কিছু পদ্ধতিতে সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়।

বছরের সবচেয়ে আলোচিত ঘটনাটি ঘটে ১ জুলাই গুলশানের হলি আর্টিসানে। সেখানে জঙ্গিরা হামলা চালিয়ে দেশি-বিদেশি অতিথিদের নৃশংসভাবে হত্যা করে। এর পরপরই ঈদের দিন শোলাকিয়ায় সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা ঘটে। এসব হামলায় অংশ নেয় দেশের প্রথম সারির ইংরেজি মাধ্যম ও কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। যারা বিভিন্ন সময়ে জঙ্গি কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়। এ দুই ঘটনার পর নড়েচড়ে বসে সরকার, অভিভাবক, শিক্ষার্থীসহ সব মহল। এরপর ছিল শিক্ষার্থী নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা। সরকারের শীর্ষ পর্যায়ে গোয়েন্দা সংস্থা মাঠে নামে। ২১ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে জঙ্গি কার্যক্রমের সংশ্লিষ্টতা আছে– এমন তথ্য বেরিয়ে আসে। তরুণ সমাজকে উগ্রপন্থা থেকে ফিরিয়ে আনতে ব্যাপক সচেতনতামূলক কর্মসূচি হাতে নেয় সরকার। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় মালিক, ভিসিদের নিয়ে শিক্ষা ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মতবিনিময়ের মধ্য দিয়ে ২১ দফা নির্দেশনা আসে। ব্যাপক সচেতনতামূলক কার্যক্রমে বছর শেষে শিক্ষাঙ্গনে কিছুটা স্বস্তি ফিরে আসে।

এদিকে বছরজুড়ে প্রস্তাবিত শিক্ষা আইন নিয়ে সমালোচনা ছিল। সেখানে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে নোট ও গাইড ব্যবসায়ীরা। আর বছর শেষে শিক্ষা মন্ত্রণালয় দু'ভাগ করে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ করেছে সরকার।

প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণিতে উন্নীত করার পর বছরজুড়েই ছিল শিক্ষার্থীদের অতিরিক্ত বোঝা প্রাথমিক সমাপনী ও জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষা বাতিলের ইস্যু। সমালোচনার এক পর্যায়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী

■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৬

অস্থির শিক্ষাঙ্গন

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

মোস্তাফিজুর রহমান সমাপনী পরীক্ষা বাতিলের ঘোষণা দিলেও শেষপর্যন্ত পরীক্ষা বহাল রাখে মন্ত্রিসভা।

বিগত বছরটি ছিল শিক্ষাক্ষেত্রে নারীর অগ্রগতির বছর। প্রতিটি পাবলিক পরীক্ষার ফলাফলে মেয়েরা সব সূচকে এগিয়ে থেকেছে। বেসরকারি এমপিওভুক্ত ৫ লাখ শিক্ষক-কর্মচারী চলতি বছর থেকেই অষ্টম জাতীয় বেতন স্কেলে বেতন পাওয়া শুরু করেন।

এ ছাড়া, চলতি বছরের শুরুতেই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও সরকারি কলেজ শিক্ষকদের অষ্টম বেতন কাঠামো নিয়ে অসন্তোষ ও আন্দোলনে কিছুদিন দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অচল থাকে। সরকারের শীর্ষমহলের হস্তক্ষেপে তার সমাধান হয়। দেশের বেশকিছু উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, অস্থিরতা বিরাজ করলেও সার্বিক পরিস্থিত ছিল স্বাভাবিক। হল উদ্ধার ও কেন্দ্রীয় কারাগারে জায়গায় নতুন হল নির্মাণের দাবিতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আন্দোলনে নামে। প্রতি বছরের মতো এবারও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ কয়েকটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতির অভিযোগ ওঠে।

সর্বশেষ দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রভাষক নিয়োগে পদে পদে অনিয়ম ও দুর্নীতির চিত্র তুলে ধরে টিআইবি। সংস্থাটি দাবি করেছে, প্রভাষক নিয়োগে ৩ লাখ থেকে সর্বোচ্চ ২০ লাখ টাকা পর্যন্ত আর্থিক লেনদেন হয়। এসব অর্থ লেনদেনের সঙ্গে ভিসি, শিক্ষক নেতা, ছাত্রনেতাসহ ক্ষমতাসীন দলের নেতারা জড়িত।

অন্যদিকে, ভিসি, প্রো-ভিসি ও কোষাধ্যক্ষ না থাকায় ১৮টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সনদ অবৈধ বলে গণমাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বেকায়দায় পড়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি)।

বিদায়ী বছরের শিক্ষাখাত নিয়ে বলতে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সমকালকে বলেন, নানা চ্যালেঞ্জ নিয়ে কাজ করতে হয়েছে। এর মধ্যে শিক্ষার মান বাড়ানোর পাশাপাশি ছিল শিক্ষকদের বেতন বাড়ানোর বিষয়টি। সেখানে আমরা শতভাগ সফল হয়েছি। মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করাই এখন আমাদের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।